দৈনিক ইনকিলাব

৪/১০/২০০০

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ...

বদলে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্য

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বদলে গেছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যপট। নির্ভয়ে-নির্বিঘ্নে সাধারণ ছাত্রদের পদচারণায় হলগুলো এখন মুখরিত। গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্তও বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছিল শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। হলগুলো ছাত্রলীগ ক্যাডারদের আঙ্গুলের ইশারায় পরিচালিত হতো। কিন্তু ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিকে দিকে চারদলীয় জোট তথা বিএনপি'র বিজয়ের বার্তা ধ্বনিত হওয়ার পর থেকেই ক্যাম্পাসে চিত্র পাল্টাতে শুরু করে। রাতের আঁধারে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ও ক্যাডাররা হল ত্যাগ করে। হলগুলো ছাত্রলীগের দখলমুক্ত হওয়ায় সাধারণ ছাত্ররা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, মধুর কেন্টিন, টিএসসি এবং হলগুলো আজ ছাত্রদলের নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্রদের পদচারণায় মুখরিত। ক্যাম্পাসে শুধু ধানের শীষের বিজয়ের শ্লোগান। হলে হলে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভাষণ বাজছে। শুধু ক্যাম্পাসের এই চিত্র নয়, ব্যক্তির রূপেও পরিবর্তন এসেছে। যেসব ছাত্রলীগ কর্মীরা নৌকার শ্লোগান দিত তাদের অনেকের মুখে শোনা যাচ্ছে ধানের শীষের জয়ধ্বনি। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। গোটা ক্যাম্পাস জুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। জাতীয় নির্বাচনে চারদলীয় জোট ও বিএনপি'র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাম্পাসে বিশাল বিজয় মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে ডাকসু ভবনের সম্মুখে সমাবেশে মিলিত হয়। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, ছাত্রলীগের দুর্বৃত্তদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। বক্তাগণ নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা এমন কোন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবেন না যা রিপোর্টিং হতে পারে। তাহলে এর দায়-দায়িত্ব নিজেদেরকেই নিতে হবে। ছাত্রদলের কোন কর্মী অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল ভিসি'র পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘট চলবে। এদিকে রোকেয়া হলেও গত মঙ্গলবার রাতে ছাত্রদলের ছাত্রীরা বিজয় মিছিল বের করে। হল সভানেত্রী ফরিদা খানম, সুমনা হক, জিলির নেতৃত্বে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শামসুন্নাহার হলেও সভানেত্রী হালিমা খাতুন লুচি, নূরজাহান খানম শান্তা ও মমতাজ পারভীন মৌ-এর নেতৃত্বে বিজয় মিছিল হয়। ছাত্রদলের রোকেয়া হলের ছাত্রীরা গতকাল ক্যাম্পাসে নেচে-গেয়ে আনন্দ-উল্লাস করে। এদিকে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসলেও আগামীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সহাবস্থানের পরিবেশ থাকবে। ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যে যারা বৈধ ছাত্র তারাও হলে থাকতে পারবে। কোন বহিরাগত, সন্ত্রাসী, টোকাই হলে অবস্থান করতে পারবে না। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি গতকাল সাংবাদিকদের জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ থাকবে এটাই কাম্য। এ ব্যাপারে সকলে আন্তরিক হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বদলের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদের পরিবর্তন হওয়া ঠিক হবে না, তাহলে গণতন্ত্র থাকে না। আমি সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত। দলীয় নিয়োগপ্রাপ্ত না। আমি রাজনৈতিক বিতর্কে জড়াতে চাই না।